দৈনিক বাংলা

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ 29 NOV. 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

00093

বর্ষণ ও হিমেল হাওয়া উপেক্ষা করে—

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ঈশ্বরদী, ২৮শে নবেম্বর।— আজ সকালে পাকশীতে শীর্ণ পদ্মার তীরে শীতের বর্ষণ ও হিমেল হাওয়া উপেক্ষা করে মানুষ গড়ার কারিগর লাখো শিক্ষকের ঢল নেমেছিল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গত রোববার থেকে হাজার হাজার শিক্ষক এসেছেন মহামান্য প্রেসিডেন্টের ভাষণ শোনার জন্যে।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ২০তম বার্ষিকী উপলক্ষে মহাসম্মেলনে যোগ দিতে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ জনপদের প্রাণকেন্দ্র পাকশীতে সমবেত হয়েছিলেন প্রায় দেড় লাখ শিক্ষক-শিক্ষিকা।

চাপাইনওয়াবগঞ্জ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত গম্ভীরা গানের অনু-

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

উপেক্ষা করে—

(১ম পৃঃ পর)

ষ্ঠান চলছিল একদিকে।

কনকনে হিমেল বাতাসের মধ্যে মরা পদ্মার বালুচরে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও উপ প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ অবতরণ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ এবং পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলার জাতীয় সংসদ সদস্যরা প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানান।

প্রেসিডেন্ট অবতরণ করলে শিক্ষক ও জনতা বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান।

নানা বর্ণের ফেস্টুন এবং অসংখ্য ব্যানারে সুশোভিত ছিল পদ্মার তীর। মাটির পাহাড়ের ওপর রেল লাইন এবং হার্ডিঞ্জ সেতুর নীচে। প্রেসিডেন্টের ভাষণ শোনার জন্য জনতা হার্ডিঞ্জ ব্রীজের উপর এবং পদ্মার পশ্চিম তীরে দাঁড়িয়েছিলেন।

সোনালী জমিনে শ্বেত কপোত শোভিত একটি দৃষ্টিনন্দিত মানপত্র দেয়া হয় ঈশ্বরদীবাসীর পক্ষ থেকে।

প্রেসিডেন্ট যখন দু হাজার সালের মধ্যে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পদক্ষেপ ঘোষণা করেন, তখন লাখো শিক্ষকের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়, আমরা তা বাস্তবায়িত করবো। প্রেসিডেন্ট শিক্ষকদের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিলে শিক্ষকদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।